রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২১ সনের ২৯ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ২২, ২০২১

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৬১—৩৬৮
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৯৯—৯২৯
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৩৩—২৪০
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৮৩—১০০২
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ বৈশাখ ১৪২৭/২৬ এপ্রিল ২০২১

নং **০৩.৪৫১.২৬৯০.০২৯.০০.০১.২০২১-৫৪(২৪)**—স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুতি, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং-এর জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো :

সভাপতি

(১) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(৩) সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

(৪) চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

(৫) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ

(৬) সদস্য (সিনিয়র সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

(৭) পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(৮) সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

(৯) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(১০) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(১১) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

(১২) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

(১৩) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

(১৪) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd

(১৫) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

(১৬) জনাব তপন কান্তি ঘোষ, সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১৭) জনাব শরিফা খান, সদস্য,পরিকল্পনা কমিশন

(১৮) সভাপতি, এফবিসিসিআই

(১৯) সভাপতি, বিজিএমইএ

(২০) সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড এন্ডাস্ট্রিজ (DCCI)

(২১) সভাপতি, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (BAPI)

সদস্য-সচিব

(২২) মহাপরিচালক, (নির্বাহী সেল ও পিইপিজেড), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

কমিটির কার্যপরিধি :

ক) স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে দেশের কোন্ কোন্ খাতে কী পরিমাণ প্রভাব পড়তে পারে তা নির্ধারণ;

খ) নির্ধারনকৃত প্রতিটি খাতের জন্য মূল দায়িত্ব পালনকারী (responsible) এবং সহযোগী (associate) হিসাবে দায়িত্বপালনকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর ও সংস্থাসমূহের ম্যাপিং;

গ) দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

ঘ) মুক্ত/অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শুল্কনীতি প্রণয়নে পরামর্শ প্রদান;

ঙ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন;

চ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিয়মিত মনিটরিং ও পরামর্শ প্রদান;

২। কমিটি প্রতি ৩ মাসে কমপক্ষে একবার সভার আয়োজন করে অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে। কমিটি প্রয়োজনে অন্য কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধি বা ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান
পরিচালক, নির্বাহী সেল।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৫

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৪ বৈশাখ ১৪২৮/১৮ মে ২০২১

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০২৭.১৬-১৩৯**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ রাশেদুল হসান, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) (রিজার্ভ), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা এর শিক্ষা ছুটির মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং ৩১-০৩-২০১৫ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। সে কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপ-বিধি (বি) ও (সি) অনুযায়ী বর্তমানে পরিবর্তিত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩ এর উপ-বিধি (খ) ও (গ) মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে ০১/২০১৭ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২২-০১-২০১৭ তারিখের ২৫.০০.০০০০. ০১৮.২৭.০২৭.১৬-৩২ নম্বর স্মারকে তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়;

০২। যেহেতু, আপনি অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল না করায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মো: রফিকুল ইসলামকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে ১৭-০৫-২০১৮ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। অত:পর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭ এর উপ-বিধি ৮ অনুযায়ী দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন নি। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কনসালটেশন রেগুলেশন, ১৯৭৯ এর প্রবিধান ৬ অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশন-কে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন "অসদাচরন" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড আরোপে কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে;

০৩। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এ উপ-বিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী জনাব মোহাম্মদ রাশেদুল হাসান-কে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোহাম্মদ রাশেদুল হাসান-কে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন;

০৪। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ রাশেদুল হাসান, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) (রিজার্ভ), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপ-বিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর প্রমাণিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী চাকরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

০৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০১৮.০০৫.০০২.০০.০১৫.২০১৬-১৪০**—যেহেতু, জনাব উত্তম কুমার দেবনাথ, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম) (রিজার্ভ), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের ১০-০২-২০১৬ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১১.১৯. ১২১.০৫-২৬৮ সংখ্যক স্মারকে টাংগাইল গণপূর্ত ই/এম উপবিভাগে ১৫-০২-২০১৬ তারিখে যোগদানের নির্দেশসহ বদলি করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করে গত ১৫-০২-২০১৬ তারিখ হতে স্ত্রীর অসুস্থতার কারণ উল্লেখ করে ০৬ (ছয়) মাসের বিনা বেতনের ছুটির আবেদন করে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপ-বিধি (বি) ও (সি) অনুযায়ী বর্তমানে পরিবর্তিত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩ এর উপ-বিধি (খ) ও (গ) মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে ২৫/২০১৬ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ২৪-১০-২০১৬ তারিখের ২৫.০১৮.০০৫. ০০২.০০.০১৫.২০১৬-৩৭৮ নম্বর স্মারকে তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়;

০২। যেহেতু, আপনি অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল না করায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মো: মনিরুল হুদাকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে ৩০-০৪-২০১৭ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। অত:পর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭ এর উপ-বিধি ৮ অনুযায়ী দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন নি। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কনসালটেশন রেগুলেশন, ১৯৭৯ এর প্রবিধান ৬ অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশন-কে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন "অসদাচরন" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড আরোপে কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে;

০৩। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এ উপ-বিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী জনাব উত্তম কুমার দেবনাথ-কে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব উত্তম কুমার দেবনাথ-কে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন;

০৪। সেহেতু, জনাব উত্তম কুমার দেবনাথ, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম) (রিজার্ভ), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপ-বিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর প্রমাণিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী চাকরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

০৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মবিঅ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/১৭ মে ২০২১

নং **৩২.০০.০০০০.০২৮.১৮.০০৯.২১-১৪৩**—আলমগীর হোসেন আকন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট-কে ৩০-০৯-২০২০ তারিখ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদালতে হাজিরার প্রেক্ষিতে আদলতের নির্দেশে হাজতবাসের তারিখ হতে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (পার্ট-১) এর ৭৩ নং বিধির নোট-(২) মোতাবেক সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

২। সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সাময়িক বরখাস্তকালীন বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সায়েদুল ইসলাম
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭/১৯ মে ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০১৩.২০২০-৪২**—যেহেতু, জনাব হারুন উর রশিদ হাযারী (বিপি-৬৭৯৮০২০৮২৫), পুলিশ সুপার (এঅ্যান্ডএফ), টিএন্ডআইএম, পুলিশ টেলিকম, রাজারবাগ, ঢাকা হিসেবে কর্মকালে বিভাগীয় মামলার (এএসআই পদে পদোন্নতি পাওয়া সংক্রান্তে অবৈধ পন্থায় টাকা লেনদেন প্রসংগে) অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত এসআই-মোঃ লিয়াকত আলী (বিভাগীয় মামলা নং-১০/১৯)-কে গুরুদণ্ড হিসেবে চাকরি হতে বরখাস্ত, কনস্টেবল-১৬৬৪ মোঃ রহমত উল্লাহ (বিভাগীয় মামলা নং১১/১৯)-কে ০১টি ইনক্রিমেন্ট ০৩ বৎসরের জন্য স্থগিত এবং একই অভিযোগে কনস্টেবল-৫৫১ মোঃ কাইয়ুম (বিভাগীয় মামলা নং-১২/১৯)-কে নমনীয়ভাবে ০১টি ইনক্রিমেন্ট ০৬ মাসের জন্য স্থগিত করা হয়। আনীত অভিযোগের বিষয়ে তাকে ব্যাখ্যা তলব করা হলে ব্যাখার জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় উত্থাপিত অভিযোগ সংক্রান্ত কৈফিয়ত, কৈফিয়তের জবাব, খসড়া অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি প্রেরণপূর্বক বর্ণিত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ অধিদপ্তর হতে অনুরোধ করা হয়।

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে ০৪-০৩-২০২১ খ্রিঃ তারিখ প্রাথমিক শুনানী গ্রহণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক জানান যে, কনস্টেবল-৫৫১ মোঃ কাইয়ুম এর স্ত্রী অন্যের

প্ররোচনার তার স্বামীকে না জানিয়ে আর্থিক লেনদেন করেন। ব্যক্তিগত শুনাণীতে কনস্টেবল-কাইয়ুম তাকে এ কথা জানান। তিনি আরো জানান যে, তার বিবেচনায় এ ধরনের বিভাগীয় মামলা আধা-বিচারিক (Quasi Judicial) প্রকৃতির হওয়ায় তার বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগপূর্বক তিনি অপরাধের গুরুত্ব ভেদে বিভিন্ন মাত্রায় দণ্ড আরোপ করেছেন। তার প্রদত্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ পক্ষ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর আপিল করে দণ্ড হ্রাস/বৃদ্ধি কিংবা মওকুফের পদক্ষেপ নিতে পারেন। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আইনানুগ নয় মর্মে উল্লেখপূর্বক তিনি অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন; এবং

০৩। সেহেতু, সাবির্ক পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার (এএসআই পদে পদোন্নতি পাওয়া সংক্রান্তে অবৈধ পন্থায় টাকা লেনদেন বিষয়ে) অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত এসআই-মোঃ লিয়াকত আলী (বিভাগীয় মামলা নং-১০/১৯)-কে গুরুদণ্ড হিসেবে চাকরি হতে বরখাস্ত, কনস্টেবল-১৬৬৪ মোঃ রহমত উল্লাহ (বিভাগীয় মামলা নং-১১/১৯)-কে ০১টি ইনক্রিমেন্ট ০৩ বৎসরের জন্য স্থগিত করা হয় এবং একই অভিযোগে কনস্টেবল-৫৫১ মোঃ কাইয়ুম (বিভাগীয় মামলা নং-১২/১৯)- কে নমনীয়ভাবে ০১টি ইনক্রিমেন্ট ০৬ মাসের জন্য স্থগিত করা হয়। উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণাদি পর্যালোচনা করে বিধি মোতাবেক কর্তৃপক্ষের দণ্ড প্রদানের এখতিয়ার রয়েছে। দণ্ড আরোপকারী কর্তৃপক্ষের আদেশে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দায়ের করতে পারেন। তথাপি বর্ণিত কর্মকর্তার আরো সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিল বিধায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ভবিষ্যতের জন্য 'সতর্ক' করে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

০৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৪ চৈত্র ১৪২৭, বঙ্গাব্দ/০৭ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২৫.২০১৮-৯৩**—যেহেতু, জনাব এ কে এম পেয়ার আহম্মেদ (বিপি-৭৬০১১০৬৭৯৭), পুলিশ পরিদর্শক, ডিবি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা তার প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত দ্বিতীয় বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত দ্বিতীয় বিবাহ করা মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ এর ৬(৫) ধারার বিধানমতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ এর ৭(১) ধারা মোতাবেক তালাক দেয়ার বিধান অনুসরণ না করে নিজের খেয়াল খুশিমত ১ম স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেন। পুলিশ অধিদপ্তরের গত ০৯-০৬-১৯৯২ খ্রিঃ তারিখের নির্দেশনা মোতাবেক ১ম স্ত্রী থাকাঅবস্থায় এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ না করে তিনি বিভাগীয় শৃংখলা পরিপন্থি কাজ করেন। গত ১২-০২-২০১১ তারিখ হতে ১ম স্ত্রীকে এবং ০৩-০৮-২০১১ তারিখ হতে পুত্রের ভরণপোষণ প্রদান না করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু হয়;

২। যেহেতু, জনাব এ কে এম পেয়ার আহম্মেদ (বিপি-৭৬০১১০৬৭৯৭), পুলিশ পরিদর্শক, ডিবি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর আওতায় বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৭/২০১৭, তারিখ : ০৩-০৪-২০১৭ রুজু করতঃ একই বিধিমালার ৪(২) (বি) বিধি মোতাবেক "লঘুদণ্ড" হিসেবে তার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য স্থগিত করা হয়;

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদনে অভিযোগের সত্যতা থাকায় তাকে কারণ দর্শানো হয়। কারণ দর্শানোর জবাব, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ব্যক্তিগত শুনানি এবং সার্বিকভাবে নথি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়েছে;

৪। যেহেতু, আপিলকারীর আপিল আবেদন, মামলার নথি ও আপিলকারীর বক্তব্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে অভিযুক্ত কর্মকর্তা কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক মাত্রাতিরিক্ত দণ্ড প্রদান করা হয়েছে ; এবং

৫। সেহেতু, জনাব এ কে এম পেয়ার আহম্মেদ কে গত ০৩-০৪-২০১৭ তারিখের ০৭/২০১৭ নম্বর মামলায় তার উপর আরোপিত লঘুদণ্ড ০৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির স্থগিতাদেশ ০২ (দুই) বছর হ্রাস করে ৩ বছরের জন্য স্থগিত রাখার দণ্ড প্রদান করা হলো।

৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ জারির তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

তারিখ : ১৯ ফাল্গুন ১৪২৭/০৩ মার্চ ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১২.১৯-৯৪**—যেহেতু, জনাব মোঃ হুমায়ন কবির (বিপি নং-৬৭৯১০৬০৩৯৩), পুলিশ পরিদর্শক, হাজীগঞ্জ সার্কেল অফিস, চাঁদপুর (সাবেক অফিসার ইনচার্জ, রামগড় থানা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর আওতায় বিভাগীয় মামলা নম্বর ১৫/২০১৫, তারিখ ২৭-০৮-২০১৫ রুজু করা হয়। উক্ত বিধিমালার বিধি নম্বর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক "লঘুদণ্ড" হিসেবে তার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আগামী প্রাপ্য তারিখ হতে ০৪ (চার) বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়;

২। যেহেতু, জনাব মোঃ হুমায়ন কবির রামগড় থানা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় অফিসার ইনচার্জ হিসেবে কর্মকালে প্রতিমাসে ন্যূনতম ২টি গুরুত্বপূর্ণ মামলা তদন্ত করার বিধান থাকাসত্ত্বেও অভিযুক্ত কর্মকর্তা দায়িত্ব পালনকালে একটি মামলাও তদন্ত করেন নি। বিভিন্ন সময়ে বিশেষ অভিযান চলাকালে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দেন। তিনি রামগড় থানায় কর্মকালে কং ৫৪২

পিয়ারুল ইসলামকে দিয়ে তার অবৈধ কার্যকলাপ, লেনদেন ইত্যাদি করাতে না পেরে তার পূর্ব পরিচিত কং ৪৮১ শাহাদাত হোসেন কে রামগড় থানায় আনার জন্য পিয়ারুল কে সরানোর পরিকল্পনা করেন। তার বিভিন্ন অপকর্মে কং ৪৮১ মো: শাহাদাত হোসেন সহায়তা করতেন। তিনি জেনে-শুনে অপরাধী চক্রের সাথে জড়িত কং ৪৮১ মো: শাহাদাত হোসেনকে ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করতেন। তার বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য তার পছন্দের লোকজনকে কৌশলে নিজের কাছে নিয়ে আসার জন্য অধীনস্থ কর্মচারীদের প্রতি খারাপ আচরণ ও মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাদের সরিয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। এছাড়া গত ০৮-০১-২০১৩ তারিখে পুলিশ একাডেমী সারদা, রাজশাহীতে প্রশিক্ষক হিসেবে প্রেষণে মনোনীত করত ১৫-০১-২০১৩ তারিখের মধ্যে যোগদান করার নির্দেশনা প্রদান করা হলে তিনি সারদায় যোগদান না করার অভিপ্রায়ে ইচ্ছাকৃতভাবে অসুস্থতার ভান করে ঠান্ডাজনিত কারনে জ্বর ও কাশি হয়েছে মর্মে জিডি এন্ট্রি করেন। তিনি গত ২৯-০১-২০১৩ তারিখে কর্মস্থলে যোগদান করলে তাকে সারদায় যোগদানের জন্য বলা হলে নিতি রামগড় থানায় থাকার জন্য বিভিন্ন মহলে অপচেষ্টা করে কর্তৃপক্ষকে বিব্রতকর করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু হয়;

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদনে অভিযোগের সত্যতা থাকায় তাকে কারণ দর্শানো হয়। কারণ দর্শানোর জবাব, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন, ব্যক্তিগত শুনানি এবং সার্বিকভাবে নথি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়েছে;

৪। যেহেতু, আপিলকারীর আপিল আবেদন, মামলার নথি ও আপিলকারীর বক্তব্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) এর আদেশ মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে; এবং

৫। সেহেতু, জনাব মোঃ হুমায়ন কবির কে গত ০৮-১১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ১৫/২০১৫ নম্বর মামলায় তার উপর আরোপিত দণ্ড বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আগামী প্রাপ্য তারিখ হতে ০৪ (চার) বছরের জন্য স্থগিত রাখার দণ্ডাদেশ হ্রাস করে আদেশের তারিখ হতে অবশিষ্ট সাজা মওকুফ করা হলো।

৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২৪ চৈত্র ১৪২৭, বঙ্গাব্দ/০৭ এপ্রিল ২০২১, খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৭.২০১৯-৯৫**—যেহেতু, জনাব ফারুক আহাম্মদ (বিপি নং-৭৫৯৯০৪১৪৪৪), পুলিশ পরিদর্শক, এসবি, ঢাকা বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদা, রাজশাহীতে প্রেষণে নিয়োগের আদেশ প্রাপ্তির পর ইচ্ছাকৃতভাবে প্রেষণে যাওয়া হতে বিরত থাকার জন্য অসুস্থতার অজুহাত গ্রহণ করেন। এছাড়া ইন্সপেক্টর (তদন্ত) হিসেবে থানায় রুজুকৃত মামলাসমূহ তদারকি করার বিধান থাকলেও তিনি উক্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন নি। অধিকন্তু তার কর্মকালীন ব্যক্তিগত ডায়রী ও থানার জিডির মধ্যে গরমিল পরিলক্ষিত হওয়ায় অভিযোগ উত্থাপিত হয়;

২। যেহেতু, জনাব ফারুক আহাম্মদ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর আওতায় বিভাগীয় মামলা নম্বর ১১/২০১৪ তারিখ : ০৯-০৪-২০১৪ রুজু করতঃ একই বিধিমালার ৪(৩)(এ) বিধি মোতাবেক "গুরুদণ্ড" হিসেবে ০৩ (তিন) বৎসরের জন্য নিম্ন টাইমস্কেলে নামিয়ে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়;

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদনে অভিযোগের সত্যতা থাকায় তাকে কারণ দর্শানো হয়। কারণ দর্শানোর জবাব, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ব্যক্তিগত শুনানি এবং সার্বিকভাবে নথি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে গুরুদণ্ড প্রদান করা হয়েছে;

৪। যেহেতু, আপিলকারীর আপিল আবেদন, মামলার নথি ও আপিলকারীর বক্তব্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে অভিযুক্ত কর্মকর্তা কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(এ) বিধি মোতাবেক মাত্রাতিরিক্ত দণ্ড প্রদান করা হয়েছে; এবং

৫। সেহেতু, জনাব ফারুক আহাম্মদ (বিপি নং-৭৫৯৯০ ৪১৪৪৪), এসবি, ঢাকা কে তার উপর আরোপিত ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণের দণ্ড ইতোমধ্যে অতিবাহিত সময়ের পর হতে অবশিষ্ট সময়ের জন্য মওকুফ করা হলো।

৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ জারির তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা
প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২২ বৈশাখ ১৪২৭/০৫ মে ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-২৫৫**—নাটোর জেলার সদর থানার মামলা নং-১০৮, তারিখ : ২৪-০৩-২০২০ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১৩)-এর ৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-২৫৬**—ঢাকা জেলার রমনা থানার মামলা নং-৪১(০২)২০১৬-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১৩)-এর ৭/৮/৯/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-২৫৭**—ঢাকা জেলার খিলক্ষেত থানার মামলা নং-০৫(০৯)২০১৭-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১৩)-এর ৬(২) এর (উ)/৭/৮/৯/১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-২৫৮**—ঢাকা জেলার পল্লবী থানার মামলা নং-০৭(০৮)২০১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১৩)-এর ৮/৯/১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-২৫৯**—ঢাকা জেলার মতিঝিল থানার মামলা নং-২৪(১২)২০১৮-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৭/১০ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-২৬০**—ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানার মামলা নং-৩৫(০১)২০২০-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১৩)-এর ৬(১) (ক)(ই)(ঈ)(উ) ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-২৬১**—রাজশাহী জেলার চারঘাট থানার মামলা নং-১৫, তারিখ : ৩১-০৭-২০২০খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১৩)-এর ৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-২৬২**—রাজশাহী জেলার বাঘা থানার মামলা নং-৩৬, তারিখ : ৩০-১১-২০১৯খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১৩)-এর ৬(১)(ঈ)/১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-২৬৩**—রাজশাহী জেলার বাঘা থানার মামলা নং-১১, তারিখ : ০৮-১১-২০১৯খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১৩)-এর ১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফৌজিয়া খান
উপসচিব।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
কারা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৬ মে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৮৫.২৩.০১৬.২০১৮-৩১৪**—পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর, ২০২১ উপলক্ষে লঘু অপরাধে দণ্ডিত অর্ধেকের বেশি সাজাভোগকৃত কয়েদিদের মুক্তি প্রদানের লক্ষ্যে ফৌজদারি কার্যবিধি ৪০১(১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ০৭ (সাত) জন কয়েদির অবশিষ্ট কারাদণ্ড মওকুফ করা হয়েছে :

ক্রঃ নং	কয়েদি নম্বর, নাম, পিতার নাম, বয়স ও মামলা নম্বর	কারাগারের নাম
০১	কয়েদি নং-৯৭১৮/এ, মোঃ রতন , পিতা- মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, বয়স-২৫ বছর, সি আর মামলা নং-২০/১৮	লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার
০২	কয়েদি নং-৯৯৯৫/এ, মোঃ সোহাগ, পিতা-আব্দুল আলী, বয়স-২৪ বছর, জি আর মামলা নং-০১/২০২১	লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগার
০৩	কয়েদি নং-৬৭৫৬/এ, অলি, পিতা-ছব্দুল বেপারী, বয়স-৪১ বছর, জি.আর মামলা নং-১৯৬/১০	ফরিদপুর জেলা কারাগার
০৪	কয়েদি নং-৬৮২২/এ, কবির হোসেন, পিতা-লুৎফর রহমান, বয়স-৩৮ বছর, সি.আর মামলা নং-১০০/১২	ফরিদপুর জেলা কারাগার
০৫	কয়েদি নং-৬৯৪৭/এ, মোঃ আলামিন কাজী, পিতা-মোঃ পরশউল্লাহ কাজী, বয়স-৩৭ বছর, সি.আর মামলা নং-২৬৭/১৭	ফরিদপুর জেলা কারাগার
০৬	কয়েদি নং-১২৪৫/এ, আবুল কালাম, পিতা-মাহতাব উদ্দিন শেখ, বয়স-৬৫ বছর, জি.আর মামলা নং-২৯(২)৯৩	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার
০৭	কয়েদি নং-১২৪৬/এ, জালাল উদ্দিন, পিতা-মৃত নওয়াব আলী শেখ, বয়স-৬৯ বছর, জি.আর মামলা নং-২৯(২)৯৩	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার

০২। এ প্রজ্ঞাপন যথাযথ কর্তৃপক্ষের সদয় অনুমোদনক্রমে জারি করা হয়েছে।

০৩। জরিমানার অর্থ আদায়পূর্বক মুক্তির বিষয়টি কার্যকর করতে হবে।

০৪। অন্য কোন কারণে উপরোক্ত কয়েদিদের আটক রাখার আবশ্যকতা না থাকলে তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবু সাঈদ মোল্লা
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ঔষধ প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ বৈশাখ ১৪২৮/২৪ এপ্রিল ২০২১

নং **৪৫.০০.০০০০.১৮২.৮২.০০১.২১.৯৪**—এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) পরিচালনা পর্ষদের সদস্য (পরিচালক) হিসেবে নিম্নরূপভাবে মনোনয়ন প্রদান করা হলো :

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবি ও ঠিকানা	পদের নাম	মন্তব্য
০১।	জনাব লোকমান হোসেন মিয়া সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য (পরিচালক), এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) পরিচালনা পর্ষদ	তিনি জনাব মো. আবদুল মান্নান প্রাক্তন সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী সচিব।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুর।
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা

"ঘোষণাপত্র"

যেহেতু নিম্নতপসিল বর্ণিত এলএ-০২/১৯৯৬-৯৭ নং কেসের ০.৪২৯৩ একর সম্পত্তি ১৯৮২ সনের ২ নং অধ্যাদেশের বিধান অনুসরণ না করে মেয়র, কালকিনি পৌরসভা, কালকিনি, মাদারীপুর দীর্ঘদিন যাবৎ অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রেখেছে, সেহেতু রিজিউম কমিটির সভায় উক্ত জমি সর্বসম্মতিক্রমে পুনঃগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০৯-১০-২০০০ খ্রিঃ তারিখের ভূঃমঃ/শা-১০/সাধা-০২/২০০৩ (অংশ-১) ৬১৮ নং স্মারকের নির্দেশ মোতাবেক নিম্ন তপসিল বর্ণিত সম্পত্তি জনস্বার্থে সরকারি খাস খতিয়ানে আনার জন্য ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশের ১৭(২) ধারামতে পুনঃগ্রহণ করা হলো।

তপসিল

জেলার নাম-মাদারীপুর, উপজেলার নাম-কালকিনি, জে, এল নং-৭৯, মৌজার নাম-পাঙ্গাশিয়া।

দাগ নং	পুনঃগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
১৩৩	০.৪২৯৩

সানজিদা ইয়াছমিন
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।